Chapter/
Campus
Logo

Cyber Crime Awareness Foundation
ccabd.org
CSR Initiative of Cyber Paradise Ltd.

তথ্য সুরক্ষা দিবস

তারিখ: ০০/০০/২০২১

গণমাধ্যম বিষয়ক যোগাযোগ: [অ্যাম্বাসেডরের ফোন নম্বর]

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে] তথ্য সুরক্ষা দিবসের কর্মসূচির আয়োজন

ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে *আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষা দিবস (ডাটা প্রাইভেসি ডে) ২৮ জানুয়ারি* উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মসূচি পালিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের (সিসিএ ফাউন্ডেশন) আয়োজনে বৃহস্পতিবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে/মিলনায়তনে সরাসরি সম্প্রচারিত এই কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়/এলাকার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রযুক্তিবিদ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সামাজিক সংগঠক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনায় অংশ নেন আয়োজক সংগঠনের স্থানীয় প্রতিনিধি অ্যাম্বাসেডর [নাম, অমুক, অমুক, অমুক প্রমুখ]

বক্তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি অ্যালায়েন্সের (এনসিএসএ) গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি পাঁচজন ব্যক্তির মধ্যে চারজন ভাবেন তাদের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তার উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। মূলত আমরা যতটা ভাবি তার চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ আমাদের কাছে আছে। শুধু আমাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা নীতি (প্রাইভেসি পলেসি) ও এ সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনি বিষয়গুলো একটু জানা দরকার।

বক্তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষায় যত্নশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তথ্য সুরক্ষা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নে সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে।

আলোচকরা বলেন, তথ্যের ভালো-মন্দ দুরকমই ব্যবহার হতে পারে। তাই প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহকের কী তথ্য সংগ্রহ করছে, উদ্দেশ্য, ব্যবহার পদ্ধতি, সংরক্ষণের মেয়াদ, সুরক্ষা নীতি, তথ্যে গ্রাহকের নিয়ন্ত্রণ, তথ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপত্তা পদক্ষেপ, কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে তথ্য যাওয়ার সুযোগ এবং তা তারা কিভাবে সেটা ব্যবহার করবে - এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য গ্রাহককে তথ্য সংগ্রহের আগেই জানানো উচিত। তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলোর সুনাম রক্ষা হবে এবং গ্রাহকের আস্থা বাড়বে।

**** হলুদ রঙয়ে চিহ্নিত জায়গাগুলো সবাই নিজ নিজ কর্মসূচির আলোকে পরিবর্তন করে নেবেন এবং বিভিন্ন স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করবেন। মনে রাখবেন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরপরই দ্রুত এই কাজটি করবেন যেন গণমাধ্যম কর্মীরা আপনার কর্মসূচির তথ্য সারা দেশের মানুষকে জানাতে সহজ হয়।***